দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 3 0 MAY 2007 ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ২৬ মে কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে 'নাগরিক সংহতি' নামের একটি সংগঠনের ব্যানারে অনুষ্ঠিত এক 'সংলাপে' (শুক্রবার অনুষ্ঠিত) প্রদত্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করে রচিত ও প্রকাশিত সংবাদটির প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে আক্রমণ ও দোষারোপ করে যেসব কথা বলা হয়েছে তা অসত্য ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত বিধায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রতিবাদ লিপিতে বলা হয়, প্রথমত ওই 'সংলাপের বক্তারা স্বীকার করেছেন যে, দেশের উচ্চ শিক্ষার ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং ১৭শ'র অধিক কলেজ/প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এতো বিশাল পরিসরের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে নানাবিধ বাধা-বিপত্তি ও সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। এরপরও দেশের সিংহভাগ শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম বর্তমান প্রশাসনের অধীনে সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। একটি সংলাপে বসে এত বড় একটা বিশাল বিদ্যাপীঠ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধ করে দেয়ার অপরিণামদর্শী দাবী কোনো শুভবোধ সম্পন্ন নাগরিকের কাছ থেকে আশা করা যায় না। সর্বোপরি, বর্তমানে যেখানে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকার একটি অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য অনিয়ম দুর্নীতি তদন্তে ইউজিসির মাধ্যমে তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, সেখানে সরকারের এইসব মহতী উদ্যোগকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রভাবিত করার মতো কোনো প্রচেষ্টা বা তৎপরতা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এযাবত অনেক ইতিবাচক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, প্রশংসাযোগ্য অনেক উদ্যোগ ও সিদ্ধান্তও বাস্তবায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে সেই বিষয়গুলো সেভাবে উল্লিখিত বা আলোচিত হয় না বা কোনো বিশিষ্ট নাগরিককে সেভাবে তা তুলে ধরতে দেখা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা ওই দিনের সংলাপে যারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে নেতিবাচক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তাদের কেউ কেউ নিকট অতীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের মুখ থেকেও তাদের সময়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো উন্নতি হয়েছে কিনা, তা শুনতে পাওয়া যায়নি। যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তবে তাদের মতো আরও অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের এক দিনেই সনদপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রতিটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সময়মতো (দৈব দুর্বিপাক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা না ঘটলে) এবং সেশন জটের মাত্রা কমিয়ে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দু'সপ্তাহের মধ্যে সকল সাময়িক সনদপত্র স্ব-স্ব কলেজে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া এই প্রথমবারের মতো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মূল সনদপত্র বিতরণ শুরু হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তিতেও এ বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে নেই। সম্প্রতি চালু হওয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েব সাইটে শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সকলে তাৎক্ষণিক বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলসহ বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য জানতে পারছেন।

প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের দাবী জানিয়ে 'সংলাপ' আয়োজনকারীদের কাছে আমাদের বিনীত প্রশ্ন, সরকারের রাজস্ব খাত থেকে প্রতি বছর কোনো বরাদ্দ গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হওয়াটাই কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ? কেবল কথিত অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ জনসমক্ষে প্রচার করেই সুনাগরিক সুলভ দায়িত্ব পালন করা যায়? গঠনমূলক পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়াটা কোনো অন্যায় নয়। দেশের এই সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জীবন-জীবিকা ও ভাগ্য নিয়ে কটাক্ষ করাটা কোনো সুনাগরিক সুলভ কাজ বলে মনে করার কোন কারণ নেই।